# ক্ষুধা নিয়ে এতো আর্ট চুদিও না

সংকলন

প্রচ্ছদ :

নাজমুল হোসেন নয়ন-এর
স্কাল্পচার ব্যবহারে ইবনে শামস

সম্পাদকহীন সংকলন
**ক্ষুধা বিশেষ সংখ্যা**
মূল সংখ্যা আট
এপ্রিল ১৫,২০২০

দেখুন তো কোন সংকলন কী এভাবে শুরু হয় নাকি
অথচ আমাদের এভাবেই শুরু করতে হচ্ছে

# চুরিশুমারি-২০২০

## মাত্র ৭ দিনে বাংলাদেশে সাগর পরিমাণ চাল চুরি

বগুড়া নন্দীগ্রামে আ.লীগ নেতার গুদামের ১৬৮ বস্তা চাল উদ্ধার! (কালের কন্ঠ ১২ এপ্রিল)
জয়পুরহাটে ৭৩৮ বস্তা সরকারি চালসহ ইউনিয়ন আ.লীগ সভাপতি আটক। (এনটিভি অনলাইন ১২ এপ্রিল)
জামালপুরে ৫০৪ বস্তা চাল উদ্ধার, আ.লীগ নেতা আটক। (আরটিভি অনলাইন ১১ এপ্রিল)
৪/ ৯০ বস্তা চাল চুরি নেত্রকোণায় আ. লীগ নেতার ছেলে গ্রেপ্তার, ময়মনসিংহে ইউপি সদস্য পলাতক। (ডেইলি স্টার ১০ এপ্রিল)
জামালপুরে আ.লীগ নেতার গুদাম থেকে সাড়ে সাত মেট্রিকটন চাল জব্দ। (প্রথম আলো - ১১ এপ্রিল)
সরকারি চাল চুরি: ভোলা লালমোহনে ইউপি সদস্য আটক। (যুগান্তর -১১ এপ্রিল)
বগুড়ায় চালসহ কৃষকলীগ নেতা গ্রেফতার। (যুগান্তর -১০ এপ্রিল)
ঠাকুরগাঁওয়ে হতদরিদ্রের ৬৩০ বস্তা চাল মিললো ইউপি সদস্যের স্বামীর গোডাউনে। (ইত্তেফাক -১০ এপ্রিল)
রংপুর পীরগঞ্জে ওএমএসের ৯০ বস্তা চাল উদ্ধার, আটক ৩। (নিউজ 24 - ৯ এপ্রিল)
নাটোরে গোপনে 48 বস্তা চাল বিক্রি, আওয়ামী লীগ নেতাসহ আটক ২। (একুশে টিভি - ৮ এপ্রিল)
ঝিনাইদহ ত্রাণ দিলেন এমপি, কেড়ে নিলেন যুবলীগ নেতা! (যুগান্তর - ৮ এপ্রিল)
কিশোরগঞ্জ ত্রাণের তালিকায় নাম তুলতে টাকা নেয়ায় ইউপি সদস্য গ্রেফতার (সময় টিভি - ৭ এপ্রিল)
জয়পুরহাটে সরকারি চাল বিক্রি, আ.লীগ নেতা ও তার শ্যালক আটক। (নিউজ 24 ৮ এপ্রিল)
যশোরে সরকারি ৮০ বস্তা চালসহ আটক ২। (সময়ের কণ্ঠস্বর ৭ এপ্রিল)

বগুড়ায় ২৮৮ বস্তা চাল চুরি, আওয়ামী লীগ নেতার কারাদণ্ড। (ইত্তেফাক ৭ এপ্রিল)
ঝালকাঠি ইউপি সদস্য ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতির বাড়ি থেকে আড়াই টন ত্রাণের চাল জব্দ। (কালের কন্ঠ ৬ এপ্রিল)
নেত্রকোণায় ৯০ বস্তা চাল জব্দ, আওয়ামী লীগের নেতার ছেলেসহ গ্রেফতার ২। (যমুনা টেলিভিশন)
বগুড়ার শিবগঞ্জে ১০২ বস্তা চালসহ আটক ১। (যমুনা টেলিভিশন ১১ এপ্রিল)
কিশোরগঞ্জে ৬০ বস্তা সরকারি চাল পাচারকালে আ.লীগ নেতা আটক। (ঢাকাটাইমস ৯ এপ্রিল)
আ.লীগ নেতার গুদাম থেকে সরকারি ৩৭ বস্তা চাল জব্দ। (প্রথম আলো ১০ এপ্রিল)
আট জেলায় ৩৭৬ বস্তা সরকারি চাল জব্দ। (যমুনা টিভি১১ এপ্রিল)
রাজশাহী ত্রাণ লুটেপুটে খাচ্ছে চেয়ারম্যান মেম্বাররা। (যুগান্তর ১১ এপ্রিল)
হতদরিদ্রদের ৫০ বস্তা চালসহ স্থানীয় কৃষক লীগ সভাপতি আটক। (নয়া দিগন্ত ১০ এপ্রিল)
ফেনীতে ত্রাণের অনিয়ম নিয়ে স্ট্যাটাস, মুক্তিযোদ্ধার সন্তানকে পেটালো যুবলীগ নেতা। (মানবজমিন ১০ এপ্রিল)
করিমগঞ্জে পরিত্যক্ত অবস্থায় মিলল ২৫ বস্তা ত্রাণের চাল। (যুগান্তর ১০ এপ্রিল)
ফেনীতে ত্রাণের চাল ছিনিয়ে নিয়েছে ছাত্রলীগ নেতা। (নয়া দিগন্ত ১০এপ্রিল)
করোনাতেও ২২৬৪ বস্তা সরকারি ত্রাণের চাল চুরি! (বাংলাদেশ প্রতিদিন ১০এপ্রিল)
গোপালপুরে পাচারকালে ২২ বস্তা চাল জব্দ। (যুগান্তর ১০এপ্রিল)
তিন জেলায় ৭১৯ বস্তা ওএমএসের চাল জব্দ, আটক ৫। (চ্যানেল 24 ১০এপ্রিল)
করোনাতেও ২২৬৪ বস্তা সরকারি ত্রাণের চাল চুরি! (কালের কন্ঠ ১০এপ্রিল)
চাল চুরি থামছেই না, রংপুরে ৯০ বস্তা চালসহ তিনজন আটক। (কালের কণ্ঠ ১০ এপ্রিল)

এরপর চার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি উরু দেখিয়ে রুটি চেয়ে নিলো - আপনাদের কাছে স্রেফ একটা কবিতার লাইন অথবা যে মা রাস্তায় চীতকার করছে " ভাত না পাইলে মানুষ খামু " এতেও আপনাদের কিছুই এসে যায় না - কারণ আপনারা সরকার রাতের বেলায় ব্যালট বক্সে ব্যালট মেরে ক্ষমতায় এসেছেন কি না সে প্রশ্ন পরে আগে হচ্ছে জনগনের প্রতি আপনাদের কোন দায় নেই - যা খুশি তা করছেন যেনো দেশ একটা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যেমন খুশি তেমন সাজো অনুষ্ঠান - আপনাদের নির্বাচিত! জনগনের

নয় - যারা প্রতিনিধি তারা ত্রান মেরে দিচ্ছে তারচেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করছে - মারছে- রক্তাক্ত মানচিত্র- ঠিক তখন আপনাদের সুবিধাপ্রাপ্ত ঢাকা ক্লাবীয় কবি - বরিশালের রাষ্ট্রীয় শ্লোগান লেখা কবিরা করছেন গণ্ডমূর্খ আচরণ যার ফলশ্রুতিতে আবার আসতে হলো সম্পাদকহীন কবিতা অঞ্চলের সংকলন " ক্ষুধা নিয়ে কোন আর্ট চুদিও'না " আমরা বাধ্য হলাম - বাধ্য হলাম রাষ্ট্রীয় কোষাগারে চাকরী করা কবিকে ছুড়ে ফেলে দিতে - ছুড়ে ফেলে দিতে তার বাক্য " কবিতাকে শিল্প হয়ে উঠতে হয় - শিল্প হতে হলে কবিতা থেকে বের করে দিতে হয় শ্লোগান "

পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে আবার সবুজ মাঠে আমাদের গাইতে হবে গান - সেজন্য ঘরে থাকুন ; সুস্থ থাকুন বেশি বেশি সময় দিন পরিবারকে আর হ্যাঁ চোখ খুলে ঘুমাবেন না জনগন, কবিতা পড়ুন বেশি বেশি পড়ুন।

কবিতা অঞ্চল
সম্পাদকহীন সংকলন
ক্ষুধা বিশেষ সংখ্যা
মূল সংখ্যা আট
এপ্রিল ১৫,২০২০

অনন্য আহমেদ আরজু

পুরানো জামা,ছেঁড়া চটি আর ক্ষুধার্ত পাকস্থলীতে স্বপ্ন থাকেনা,
থাকেনা কোন ধর্ম কিংবা রাজনীতি।
শুধু একটুকরো রুটি,আর ওই ইঞ্চি দু'এক জায়গা।
ওসব'ত সাহেবদের বিলাসি বারান্দায় ভয়ঃকর জমে;
যেমনটি জমে রোজ মদ,মাংস,নারী।।

এ যেনো অন্ধকারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া
সভ্যতার নগ্ন দেহ।।

পুঁজিবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত হাওয়ায়
খুন হয় ভ্রান্ত জনতা,
জাতির সাথে কফিনের চুক্তি হয় এলিট চত্ত্বরগুলোই;
লাশ বিক্রির বাজারে কংকালের দাম রোজ উঠানামা করে।
আর এইভাবেই মাঝরাতে গুম হয় মানবতা।।
হয়তো তাই হরিয়ে যায় সুকান্ত, সুনীল,জীবন আনন্দ'রা
অথবা অন্য অনেকে।।।

তারপর একদিন নিজের ছায়া স্যাঁতস্যাঁতে চেতনার দেয়াল ভেঁঙ্গে;
থামিয়ে দেবে অভ্যাসের যাত্রা।
পিছু তাকাতেই মনে হবে,
ভুল পথ,ভুল ছবি এঁকে আসা ক্যানভাস।

হয়তো সেদিন ফিরে আসবে লেনন
একজন বাঙ্গালি হয়ে,
টি-এস-সি চত্ত্বর গেয়ে উঠবে ইমেজিন,
আর মানুষ খুঁজে পাবে তার হরিয়ে যাওয়া সংজ্ঞা।

মজুমদার নভেল

খানিকমুহূর্তআগে আমার ভিতর দিয়া একটা কম্প বইয়া গ্যেছে-
পৃথিবীতে হইলে তোমরা যারে কও ভূমিকম্প।

আমার হৃদপিণ্ডের বা'অলিন্দে একজন্মা জনসমুদ্রের পা' দাপটাইয়া গ্যেছে-
এমন জনসমুদ্রের মানচিত্র তোমরা ৭১-এ টের পাইছিলে?

আমার শিরায় শিরায় লোহিতকণিকায়- অণুচক্রিকায় মিশ্যা গ্যেছে বারুদের দানা-
এমন বারুদাগ্নি-জোয়ারিলাশ-মহামারিচিত্র তোমাদের তৃতীয়বিশ্বযুদ্ধ দেখাইতে পারে!

সেদিন-
খবরের কাগজে দেখলাম, বুলেটবিদ্ধ একঅজ্ঞাত যুবকের লাশ!
প্রিয়তমা'রা এখন ব্রোথেলে যেতে শিখে গ্যেছে-
বুকপকেটে  কিছু ৭১' মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব নিয়ে- প্ল্যাকার্ড ভরতি অ-আ-গ-ঘ ছাপিয়ে- তারা নাকি আমার বালের বিপ্লব করে!
ফুটপাতে লাশ হ'য়ে প'রে থাকা ক্ষুধার্ত মা-শিশু-
আমলাতান্ত্রে শাসিত রাষ্ট্র; এ'র নাম নাকি আবার গনতন্ত্র?

তোমারে ক্রাইসিসে পায় না? আমারে পায়-

সকাল বিকাল পায়, অন্তরে বন্দরে পায়, শুইতে ঘুমাইতে খাইতে পায়
অকারণে ভাবনে জাগরণে পায়- দুঃখে সুখে সকলে পায়
নিশীথে নেশাতে শিথানে, ভুলে ভালে কর্ম বিরতিতে, রোজ চায়ের কাপে
আগুনে পুড়তে পুড়তে, ক্ষুধার টাইমে টাকার কস্টিং-এ
আমারে পায়, তোমারে পায় না?

কলতলার স্নান ঘরে, টঙের দোকানে ধোয়ার মিছিলে, নাগরিক
মেট্রোবাসে ঝুলতে ঝুলতে, ট্রাফিকের গুতা খাইতে খাইতে যন্ত্র জ্যামে
কোলাহলে, শহুরে জীবন-যাপনে-
কবিতা অ-কবিতা বইয়ের ভাঁজে, একরোখা পাগলের নিজস্ব
ক্যানভাসে,অতীতের ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখির পালকে, কবি
জীবনানন্দে-
আমারে পায়, তোমারে পায় না?

ফুটপাতের উচ্ছিষ্ট জীবনে, ক্ষুধা আর অনাহারের কষ্টের সংমিশ্রণে,
গাঞ্জা সিগারেট হিরোইনের মাদকে, তোমার অবহেলিত উপেক্ষিত
প্রেমের বাহুডোরে, কবীরের গিটারে অন্ঞ্জনগীত শুনতে শুনতে, সুরে
শব্দে পিয়ানো বাঁশিতে, কবিতা শব্দ প্রেমের কাছে-
আমারে পায়, তোমারে পায় না?

তোমারে ক্রাইসিসে পায় না? আমারে পায়-

কার্তু সরকার

## ক্ষুধা

প্রচন্ড ক্ষুধায় লম্বা হতে হতে কবে না জানি
ছুয়ে ফ্যালি আকাশ— ঝুলে যাই নক্ষত্র হয়ে।

## বোলতা ঝরার দিনে

বোলতা ঝরার দিনে- শ্রাবণ টলমল;
ডহর মাদান।দীনহীন আঙিনায়—
বইচা মাছের পিঠ; মানচিত্রের ধারে—
অনাথের মতন পড়ে আছে আমাদের;
নাঙ্গা ভাতের থালা।

আর এইক্ষণে—
এসাইলামের পাছের মেঠো পথ ধরে___
টুঙটাঙ বেল বাজায়ে নির্মম ধুমে—
মাঝে মাঝে শোনা যেতেছে___
ঘোষ বাবুরা সাইকেল চালায়ে যায়।

দূরে কোথাও- নিমের গাছের তলায়—
গেরস্থালির কাঙাল গাই'য়ের চোখে;
এইসব বিশ্রী শোচনার খলতা ঝরে পড়ে।

# পিথিবীর এইসব তবিশা— ৩

কোথাও য্যানো- রিফিউজি শিশুর মূক
যৌনতায়
বাসকের পাতার ভাইব্রেট বেজে ওঠে—
সাম্রাজ্যবাদের অরেঞ্জ পিরামিড— বুর্জোয়া
ব্রেডবাস্কেটে।

কোথাওফের— আহত টিয়ার ঠোঁটে শিমুলের
ফুল—
বিধবা সারসের নিরাশ্রয় বুনির বোঁটায়—
পৃথিবীর এইসব যুদ্ধ-যুদ্ধ খেল— নিহিলিজমের
কলামিতি ঝরে পড়ে।

তত্রাচ— পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের এতোসব
লুম্পেন দিন___
পোষ্ট মডার্নিজমের ক্ষুধার্ত কঙ্কাল চোখে—
উত্তরের ট্রান্সপারেন্ট হাওয়ায় ফিরা ফিরা
আসে___
রেডিও দিনের গান— সনাতন মিথ—
নীলিমার প্রান্তর;গাঙ মাটি নারী ও জল
জোছনার তরে।

অনির্বাণ সূর্যকান্ত

০২.০১.১৪২৭

বণ্ডযাত্রাপালার কথা শেষ করে পড়তে বসেছি,
আঁকা শেষে  বাংলাদেশের মানচিত্র ও রাইফেল
সমেত সমস্ত দেনা দিয়ে ফুলের কথা উঠতেই
ব্যাংক থেকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ধারদেনা করে যে বীজ কিনে নিচ্ছে কৃষক, হা
করে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করছে ক্ষুধা নিয়ে
বসন্তে পলাশ ফুটলে রাষ্ট্র কী কী পুরস্কারের
ব্যবস্থা রাখে?

যারা দাড়িয়ে কবর দেখে, কবরের পাশে
অপেক্ষা করে, কবরে নামে তারাও জানেনা
পিতার কবরের বীজ থেকেই বিলিব্যবস্থা চলে
আসছে বিধায় পুত্রের কবর হয়, নাতি, নাতনি,
পুত্রবধূ মিলে ক্ষেতে লাঙল ধরে, মাথায়
গামছা দেয় দেশভাগের ক্ষুধায়। রোজ রোজ
বিয়ে সেও ঘর পালানোর ক্ষুধা।

অবশেষেl স্বাস্থ্যমন্ত্রী এলে, মিছিলে মিছিলে
রাস্তা পাতলা জল উঠে। নারীর জড়ায়ু থেকে
জলদেবী চলে গেলেই ক্ষুধায় সন্তানের মাংস
খেয়ে ফেলে সাম্প্রদায়িক  পৃথিবী।

রাইসুল নয়ন

# দেশপ্রেম

আত্মহত্যার সুযোগ থাকার পরেও যারা ক্ষুধা ও
রাষ্ট্রত্যাচারে  হাহাকার করে তারা দেশদ্রোহী,
স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তি।
তাদেরকে হত্যা করো রাষ্ট্র,
এখনও সময় আছে-
হত্যা করে রাস্তায় ঝুলিয়ে রাখো।
ভাত শব্দটা উচ্চারণে যেন তাদের জিভ কেঁপে
ওঠে।
মূর্খের দল দেশপ্রেম বোঝেনা!
এতো কেনো ক্ষুধা লাগে?

হিমেল হাসান বৈরাগী

# সান্ত্বনা

মহামান্য, আপনারা সব বিষণ্ণ বিস্ময়
এইতো এবার ফুরিয়ে আসছে মাতাল সু:সময়
অনেক কথা বলতে গিয়েও বলা হয়ে ওঠেনা
মাঝে মাঝে ভাত জোটে তো ভর্তা জোটেনা।
মহামান্য,
এইতো এবার ফুরিয়ে আসছে সমস্ত সু দিন
আজকে না হয় আমার লাশটা আমায় খেতে
দিন।
মহামান্য,
খুব জঘন্য ওসব কথা লিখছি নে
মুখোশ যত মজ্জাগত, যে যার মতো নিক চিনে।
মহামান্য,
রক্তপাতহীন ঘুমন্ত দিন বড্ড বেশী এক ঘেঁয়ে
ভুল খবরে চোখ দেবোনা, ধর্ষিত হোক যার
মেয়ে।
মহামান্য,
মানুষ ফুঁসছে গ্রামে-গঞ্জে-সবখানে
মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান! এবার একটু সাবধানে...

২

ভাত, আমি তোমাকে খেতে পারছিনা
অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে খেয়ে ফেলো।
থালা ভর্তি মুক্তোর দানার মতো সাদা সাদা
ভাত বলে উঠলো-
"হিমেল, ধৈর্য্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে।"
একবিংশ শতাব্দিতে,
ভাতেরাও মানুষের মতো সান্ত্বনা দিতে শিখে
গেছে।

অর্ক অপু

## ফ্রাগমেন্ট চিন্তার লাইনাপ

১.
হাসতে হাসতে আমি খুন হয়ে যাব। সাগর
রুনীর খুনের বিচার হয়েছিল? বিচার শব্দটার
ইংরেজি যেন কী? ইংরেজরা কি ভাত মাছ
খায়? ক্ষুধা লাগছে মা, ভাত দাও। মা, ও মা,
ইদানীং একদম শুনতে পাচ্ছ না?

২.
তোমার নাকফুল এখনো আমায় ভাবায়।
বারান্দায় ফুলগাছে আজ পানি দিয়েছিলাম?
মনে পড়ছে না? বাদশা ভাই, এক গ্লাস ঠাণ্ডা
পানি দিন তো। তোমার কী এখনো ঠাণ্ডা জ্বর
হয়। জ্বর জ্বর লাগছে নাপা খেতে হবে। সবুজ
কি এখনো ফার্মেসিতে চাকরি করে। আমার
ইন্টার্ভিউর ফলাফলটা যেন কবে? ব্রাজিল
আর্জেন্টিনার খেলায় কে জিতল শেষবার।
তুমি তো ভালোই আছো শুনছি লোকমুখে।
মানুষের মুখে শুনে শুনে এখনো তুমি অবিশ্বাস
করো তো? তোমার নাকফুলটা কি সত্যিই
হারিয়েছিল? সত্যি সত্যিই কবুল বলেছিলে?
কাবুল কি মুসলিম রাষ্ট্র? রাষ্ট্র রাষ্ট্র.....

৩.
দরজায় দাঁড়িয়ে অনুভব করি বাধ্য ট্রেন

নিয়মের লাইনে ছুটছে আলো ফেলে পথে।

ভেতরে তার
রকমারি হকার
বিজ্ঞাপনে ডাকে

কিনে নে, কিনে নে ব্যাটা- পিপাসায় পানি ও
চা, অথবা ক্ষুধা মেটাতে বিরানি ডিম চিপস
কলা লাগে যা।

দরজায় বাতাসে অবাধ্য স্মৃতি বিরতিহীন
ট্রেনের মতো, একেক প্রশ্নে একেকবার ক্ষত
করে তোলে মুখ, ধুর ছাই এ নির্ঘাত বিমূর্ত
অসুখ, থেমে গিয়ে প্লাটফর্মে, হারিয়ে যাই
ক্রিয়ার ধর্মে।

ইস্টিশনের নামটা যেন কি?

৪.
বৃষ্টি নগরে নারী যেহেতু পণ্য, ফলত রেইনকোর্ট
এক প্লেবয়ের নাম।

বৃষ্টির সিনেমা শেষে বারান্দায় জল জমে আছে
। ভিজে আছে প্যারেড লাইনে দাঁড়ানো
দেবদারু, কৃষ্ণপথ। কফিকাপ শুকিয়ে যাচ্ছে,

নুয়ে যাচ্ছে, বিছানা ডাকছে- সকাল কয়টায়
অফিস!
টিভি চালু করে শুই- নিঃসঙ্গতা কাটে অথবা
কাটে ভয়! রিমোটে বদলাই গান ও চেঁচামিচি।
শুভ্র বিছানা- বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছি
নেলপলিশে, নেল্পলিশে, ক্লিশে  ক্লিশে কিসে।

সকাল জানালায় রোদ ওঠে, ভুলে যাই রাত।
দেবদারুতে পলিশ ঝিলিক, শেতাঙ্গব্যস্তপথ।
শরীর ভিজে যাচ্ছে ফুলশার্টসহ, শার্টে প্রিন্টেড
ফুলের ছবিতে একলা ঘামের গন্ধ- পারফিউম
শেষ, পেট ও শরীরে ক্ষুধা। পেট ও শরীর
আলাদা হয়, কেন নীরু এমন মিথ্যা কথা কয়!

মিথ্যা কথা অফিসও কয়- লোক ঠকায়, ছেড়ে
যাওয়া রাতে কারে ঠকিয়েছিল ছাতার জল?
রাস্তায় কোমর পানি... কে ভেজালো তল...

৫.
আমাকে প্রেমিক জ্ঞান করে বালিকা প্রসাদ
তুলে দিলো পুরোহিতের হাতে,
তার কোনোটা দেখেছিল কি ঈশ্বর? পেয়েছিল
পাতে?
নারিকেল ভেঙে ভাঙা বালিকা কোথায় ঢেলে
দিল সমস্ত জল,
ভিজলো না চোখ, ভরলো না পেট, ভিজলো

আঁচল!
আমাকে চাইতে যতটা সিড়ি ভেঙে ভেঙে সে
ঈশ্বরের কাছে গেলো,
তত সিঁড়ি পথ, তত তত কিলো, আমাদের দুরত্ব
হলো।

ক্ষুধাকে কারা বিক্রি করেছে প্রেমিকা বালিকা
মতো,
এই আকালে ত্রাণের বস্তায়, ঢাকবে কী সে
ক্ষত?

৬.
ক্ষুধা উধাও হয়ে গেছে,
জেনে রেখো প্রিয়,
মৃত্যুও অপমানের চেয়ে শ্রেয়।

"আমায়
ভাত দে
হারামজাদা
নইলে
মানচিত্র
খাবো"

রফিক আজাদ

শুভ্রজিৎ বড়ুয়া

## চেতনার চিৎকার

স্নান সেরে মেয়েটির নগ্ন-পিঠ ডাকলো আমাকে
উচ্ছল আভায় মুড়িয়ে ছিলো সে
ক্লান্ত ঘুঘুর মতো চতুর আমার অবস্থান
চাতকের মতো তৃষ্ণার্ত আমার চাহনি
এ যেন চোখের নিমিষেই আঁচড় কাটবো তার
শরীরে
কামজ্বরে নিভে গেলো আমার সমস্ত চেতনা,
বুলি আওড়ানো বিপ্লবী ভাষণ,
শোষিতের শ্রেণি সংগ্রাম,
কবিতার যতো ন্যায্য হাঁক-ডাক।
চায়না গোলাপি রঙের ঠোঁটে
আটকে রেখেছে তার স্তন ঢাকা পাতলা ওড়না,
পিট তখনো নগ্ন,
কোমড়ে আটকে আছে টিয়ে রঙের ভেজা
পায়জামা।
মুগ্ধতার তুঙ্গে অপলক জোড়া চোখ
কিছুই যেনো ছাড়ছে না।
অকস্মাৎ চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হলো
মগজের নিজস্ব স্নায়ু চাপে;
আকাশের নীলের নিচে সোনালি মাঠ,
পাশে বয়ে চলা অগভীর নদী,
তার ঠিক মাঝে মেয়েটি ও তার উৎসুক
আওভান।

ছুটে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলো কিছু রক্তের মিছিল-
বাঁধের কারণে মুমূর্ষু নদীতে জল নেই,
রাষ্ট্রীয় অবহেলায় জমিতে শস্য নেই,
হাতি গেলার ক্ষুধিত পেটে একটিও দানা নেই,
অনাহারি মায়ের স্তনে দুধ নেই,
শিশুর চোখে জল নেই,
কৃষকের গায়ে আর জোর নেই।
উফ! এতো হাহাকার;
যেন স্রষ্টার চোখে ছানি,
রাষ্ট্রের অঘোর নেশা,
প্রেয়সীর ব্যর্থ আওভান,
কৃষকের ন্যায্য চিৎকার।
আমি যেন পতিত হচ্ছি ক্রমশ কৃষ্ণগহ্বরে,
ভেঙে পড়ছে মগজের প্রতিটি সেল,
আমি যেন অপ্রকৃতস্থ, নির্বিকার।
মেয়েটি ছুটে গেলো ক্ষুধার মিছিলে,
থেমে যায় আমার প্রেম, শুরু হয় আর্তনাদ।

২.

প্রথাবিদ্বেষ

স্পিরিটের গন্ধে গুলিয়ে যাচ্ছে
পাকস্থলীতে পচে থাকা এনজাইম মিশ্রিত অন্ন,
কথিত সমাজ ও সভ্যতার নখে নেইল-পালিশ লাগিয়ে ঘুরছে
সোডিয়াম লাইটে খদ্দের খুঁজতে থাকা বেশ্যারা।
তাদের নিতম্বের ওপর শুয়ে

রাত কাটানো সমাজ প্রকাশ্যে গালাগাল দিয়ে
গারগিল করে ডেকে আনে শুভ্র ভোরের সভ্যতা;
সঙ্গমচুত্য করলাম সে সমাজ-সভ্যতাকে,
স্বেচ্ছায় হলাম প্রথাবিরোধী এক যুবক।
যৌবন-জ্বালায় খুঁজে নেবো কোনো এক বেশ্যাকে
যে খদ্দেরের অভাবে ক্লান্ত শরীরে
দাঁড়িয়ে থাকে ল্যাম্পপোস্টের নিচে,
গায়ের রঙটা কালো বলে দালালও জুটে না তার।
ঘুরবো তার সাথে দিন-রাত,
পাতে স্বপ্ন রেখে অন্নপ্রাসন করাবো
ক্ষুধিত আলোকে।

৩.
বস্তাবন্দি সভ্যতা

নিজের মলমুত্রকে ঘেণ্ণা করিস?
হচ্ছিসতো আগের চেয়েও জঘন্য?
নিজেকে কি দেবী ভাবিস নক্ষত্রের আলোকছটায়?
ঘেণ্ণা হয় তোদের দেখলে এখন;
বুখের দাগে রেখেছিস নির্মমতর জখম
মাংশের অহমিকায় সস্তা হয়েছিস বেশ্যার মতন।
মানুষ বড়ো সস্তা এখন
বিকিয়ে দেয় তার সত্ত্বা,
প্রেমের জন্য বেশ্যা মরে
সভ্যতা এখন অন্তঃসত্ত্বা।

জাবেদ ভুঁইয়া

চারদিকে ভাতের গন্ধ পাই শুধু
চাউল ছাড়া ভাতের গন্ধ, মাড়ের গন্ধ
হারিপরি সবাই জানে ভাতে গন্ধ হয় কেমন!
গরিবের ভাত পাক হচ্ছে-- উনুনে
চাউল ছাড়া ভাতের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে
সমস্ত গ্রামে শহরে! আয়নায়!

আজ ইলিশের কোনো গল্প নেই!

শর্মী দে

# তৃতীয় বিশ্বের দেশে কোভিড নাইনটিন

পার্কে কোলাহল,
অপ্রতুল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুখর শিশুরা,
লোকাল বাসের কন্ডাকটর হাক পাড়ছে
"জিসি,দামপাড়া,ওয়াসা,টাইগারপাস",
ঘুম ভাঙলেই ট্রেনের হুইসেল,
রাত জেগে ফেসবুকিং করা শিক্ষার্থীরাও
ঘুম ঘুম চোখে গায়ে গা ঠেসে,
উঠছে নামছে পালে পালে,
ঘেমো গন্ধ নিয়ে বাড়ি ফিরছে,
প্রভোস্টের কাছে সিটের আবেদন করে
খাচ্ছে মুখ ঝামটা,
কখনো দূরের পাহাড়, ঝর্ণা, গুহা সাগর দাপিয়ে ফের ক্লাসে ফিরছে,
সংস্কৃতি কর্মীদের দাপটে কাঁপছে মঞ্চ,
চার - ছক্কা হৈ হৈ বলে ফেটে পড়ছে স্ট্যাডিয়াম।
এরই মাঝে ধর্ষণ, সুইসাইড, একসিডেন্ট, খুন
ইত্যাদি ইত্যাদি আছেই রোজ।
কখনো ব্যানার হাতে একঘন্টা মানববন্ধন,
কখনো দুটো দীর্ঘশ্বাস।

একদিন ক্যামেরার রিল আটকে গেল,
থমকে গেল জগতের সমস্ত আয়োজন।
উৎসবমুখর নগরী পড়ে রইল মুখ থুবড়ে,

মৃত নগরী আমার...!

কোভিড নাইনটিন!!!

" অতপর জেনেছি মানুষ একা,
মানুষ তার চিবুকের কাছেও ভীষণ একা।"
এইসব কবিতার মত একা হতে চাওয়া কবিও প্রশ্ন করল
_কেন এসেছ এই গুম, খুন, ধর্ষণ আর ফাঁকা বুলির দেশে,
যেখানে
মৌলিক অধিকার পর্যন্ত বিলাসীতা????
_মানুষের অহংকার চূর্ণ করতে?
এইসব আরশোলার জীবনের অহংকারও তোমায়
ঈর্ষান্বিত করে? হাতি থেকে মশা পর্যন্ত যাদের
পিষে যেতে পারে তাদের কাছে এসেছ
শক্তির পরিচয় দিতে? আত্মাসম্মানে বাঁধল না তোমার?
_ কি বললে আমরা মানুষেরাই এইসব তত্ত্বের কথা
বলেছি?
_হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রাকৃতিক
নিরোধ!!!
কিন্তু... এই প্রাকৃতিক নিরোধ তো বন্ধাত্বও হতে পারত,
মৃত্যু কেন!???
এই মৃত্যু উপত্যকায় মৃত্যুর দূত হয়ে তুমি কেন আসবে?
যে উপত্যকায় জন্মাবধি সন্তানের নিরাপত্তায়
জায়নামাজে সিজদারত জননী,
তবুও মাকে শুনতে হয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ।

আমার এই সদানতজানু জাতির হয়ে বলছি
এইসব অর্ধমৃত মানুষের বস্তি ছেড়ে তুমি যাও।
ধ্বসে পড়া কারাখানার নিচে পড়ে থাকা লাশের স্তূপ,
বাতাসে ভেসে বেড়ানো আগুনে পোড়া গন্ধ,
ভিক্ষুকের সারী  এইসব ছেড়ে তুমি যাও।

ফিরিয়ে দিয়ে উত্তাল রাজপথ, আড্ডা, সভা, সেমিনার,
মুখর ক্যাম্পাস, লোকাল বাসের ভিড়,
চার- ছক্কা হৈ হৈ, শিশুর টিফিন,
প্রেমিক- প্রমিকার খুনসুটি, প্রবাসী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে
মায়ের বিদায়অশ্রু, মাইক্রোফোনে সংস্কৃতিকর্মীদের কন্ঠ,
শিল্পীর তুলি, কবির কলম
ফিরিয়ে দিয়ে তুমি যাও

না হয় লেখকের ঐ অসমাপ্ত উপন্যাসে
তোমারও নাম থাকবে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ,
সংবিধানের প্রস্তাবনা ছুঁয়ে কথা দিলাম।

না হয় রাজপথে ঝরুক রক্ত, মাঝরাতে ধর্ষণ,
আগুনের ধোঁয়া আটকে বদ্ধ অফিসে মৃত্যু
কিংবা সহপাঠীদের হাতে বেদম প্রহারে মাঝরাতে মৃত্যু।

তবুও.. নাগরীক হয়েও আগাছার মত চিকিৎসা বিহীন,
অস্পৃশ্য, আরশোলার মৃত্যু ছেড়ে তুই যা...

ইবনে শামস

# মহামারির দিনে

ঘরের ভিতর থেকেও ভেনাসের কথা ভাবি। মানুষগুলা বাঁচার জন্যে লড়ছে। বেলকনিতে দাঁড়াইয়া গান গাইতেছে। পরষ্পরে প্রাণ সঞ্চার করতে চাইতেছে।

কতোটা অসহায় হয়ে দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করছি তা কেবল আমিই জানি। ফুল ঝরে পড়ার শব্দে কোথাও আতশবাজি, উৎসব কিংবা কান্না লুকাবার ভান রপ্ত করছে অস্থমজ্জা।

ভ্যাঁপসা অন্ধকার
মহামারির দিনগুলাতে
ফুলে ফুলে আর্তনাদের গন্ধ

হাসপাতালগুলা অনিশ্চয়তার
ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে না
জ্বর, কাশি, গলা ব্যাথা
ডাক্তাররা দেখছে না
সংক্রমণের ভয়ে
তাদের সেইফটি নাই
তাদেরও বাঁচবার অধিকার তো আছে

বউ তিনদিন ধরে ঘরে
আমার বাচ্চাগুলাও
দিনদিন মেনে নিচ্ছি

মরণের সত্যটা।

কেবল আমরাই নিয়ে আসতে পারছি এই মহামারিকে ধর্মের গণ্ডিতে এমন দম্ভে ফেটে যাচ্ছে কুমড়ার সতীত্বপনা৷ যদিও ভাবতে ভালো লাগে
কবিতার কাছে রেখে যেতে চাইছি ডেথ সার্টিফিকেটের লিটারেচার, নিরাময়হীনতা, আকাশের হাসি, মাটির কান্না, মায়ের আচল, বউটার দিশাহারা দৃষ্টি, রোগের সিম্পটম, বাচ্চাগুলার ভবিষ্যত যা অনিশ্চিত মহামারির কাছে৷

নিজের হাত নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে, নিজের কান্না নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারছে না, পথে পথে শিকড়ের বিস্তারিত ঘুম ভাঙার কান্না।

মহামারির দিনগুলাতে সঙ্গনিরোধ আমাকে আরো কিছুটা দিন সবুজের কাছে কাঁদতে শিখিয়েছে৷ আলিঙ্গনহীনতা পেট্রলের মতো, কারারুদ্ধ প্রেমিকের মুখে হলুদের ঘ্রাণ।

কোন কোন বাড়িতে মাংশ রান্না হচ্ছে, আমার হাড়িতে হাড়গুলা ভাজবো ভেবে ক্ষুধাকে অবদমিত করছি, যে হাড় মহামারির দিনগুলাতে না খেয়ে তৈয়ার করেছি৷

•

ভাত বল্লে স্তন খুলে দিচ্ছে মা

## নিরানন্দ দাশ (৯০)

নার্ভ সোচ্চার হলে ভাবতে আরাম লাগে। রক্ত দৌড়াচ্ছে ঘোড়া টগবগ
টগবগ।
এইবার ধান সব নষ্ট হয়ে গেছে। বউ ঘর থেকে বের করে দিয়েছে।
বউ-বাচ্চার খাবার জোগাতে না পারলে আমাকে ঘরে রাখবে কেন?
নার্ভ সোচ্চার হচ্ছে, রক্ত দৌড়াচ্ছে টগবগ টগবগ ঘোড়া।
চিন্তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমি খুশি। চিন্তা করতেছি 'রাষ্ট্র কার
তেলে মাথায় দিতেছে তেল। আরো কতো চিন্তাসূত্র ধরে আমি ঢুকে যাচ্ছি
ঘাসের ভিতর। বাতাসের ভিতরকলকলিয়ে কে জানতে চায় চিন্তার ফল?

আমি হা হু হু করে বলি, ঘোড়া কা আণ্ডা।
ঘাসের ভিতর থেকে আর কেউ প্রশ্ন করে– দাম কিরকম?
আমি লা জওয়াব। মূক ও বধির হওয়র ভান ধরে হাঁটি।

এই সবুজ ঘাসের ভিতর থেকে আবারও জিগায়– দাম কিরকম হইছেরে
হরামজাদা? বলস না কেন?
গালি আমার সহ্য হয়না। যদিও গরীবের থালাতে ভাত থাকেনা খাওয়ার;
সব শাদা, কালা গালি আর খিস্তিখেউড়। তবুও আমার পেটে গালি হজম
হয়না। গালিগুলা রক্তের লগে দৌড়ায়– টগবগ টগবগ ঘোড়া। নার্ভ
সোচ্চার হয়। আবার চিন্তা করি। চিন্তা করতে করতে বলি– একটা ঘোড়ার
ডিমের দাম বউ বাচ্চার জীবন। দ্যাখ, ঋণগ্রস্থ সোহরাবের লাশের পাশে
মাটি খাচ্ছে তিনটা দেশ।

বউ
বড় মেয়ে
ছোট ছেলে

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

# শেষ পারিজাত

যে গল্পটা এখন আপনাদের সঙ্গে করবো এটা ঠিক বানানো গল্প নয়, এই ঘটনা সত্যিই ঘটেছিলো।

তখন আমি ভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আমাদের ভার্সিটি গ্রামের ধারে অনেকগুলি বনের মধ্যে ছিলো; বকুলের বন, সেগুন ও শালের বন, জারুলের বন, চালতার বন, বাতাবিলেবুর বন, তেলসুরের বন, পলাশের বন, ঝাউয়ের বন, কৃষ্ণচূড়ার বন, হিজলের বন, আরো অনেক বনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো আমাদের ভার্সিটির বিল্ডিংগুলি। শহর ছিলো বাইশ কিলোমিটার দূরে। শাটলট্রেনে যাওয়া-আসা করা লাগতো। ক্যাম্পাস থেকে স্টেশনে যেতেই এক কিলোমিটার পথ হেঁটে যেতে হতো। এই পথ আরো অনেক বছর আগে পাহাড় কেটে বানানো হয়েছিলো।

একদিন ক্লাস শেষে কাটাপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমার মাথার ভিতর কবিতা তৈরি হচ্ছিলো—

শেষ পারিজাত রং পাল্টালো, শেষ অপরাজিতা পারিজাত হলো; কাঁটা আর লতায় সকলই এলোমেলো, এলোমেলো। আমি পারিজাতের লাল আর অপরাজিতার নীল মিলিয়ে বানালাম বেগুনি জারুল। লাল আর নীল মিলে সব জারুলের ফুল, অদূরে একসারি গাছের ছায়ায় কাঁদছে বকুল। ক্ষয়িষ্ণু পথের রেখায় পদচিহ্ন আছে প্রিয়তম পাপ, কোথাও সচকিত হয়ে আছে আমার সন্তাপ। দুহাতের দশটি সাপ দশ দিগন্তে মেলেছে পাখা। শেষ পারিজাত ছিলো তাহার বুকের বোঁটায় আঁকা। কাহার? সে জন্মাবধি ধোঁয়ার ভিতর মুখ লুকিয়ে রেখেছে তার অজানিত মুখ।

একটু দূরে সামনে দেখলাম, ভিড় ঠেলে দীঘল ছায়া ফেলে একা একা নন্দিতা হেঁটে যাচ্ছে সূর্যাস্তের দিকে। নন্দিতা মানে নন্দিতা। আমি তার ছায়া ছুঁয়ে যেনো ছায়ার চেয়ে দীর্ঘ পা ফেলে তার পাশে চলে গেলাম। তার কণ্ঠে মৌসুমী ভৌমিকের অনন্যের খোঁজে গানটা, ... সারি সারি সব বাড়ি/ যেনো সার বাঁধা সব সৈন্য/ সব এক ধাঁচ/ সব এক রং/ তুমি কোথায় থাকো/ অনন্য...

আমাকে দেখে সে গান থামিয়ে দিলো। মনে মনে আমারও অনন্য হতে ইচ্ছে হলো।

কিন্তু আমি অনন্য নই। সে বড়ো বড়ো চোখে আমার দিকে তাকালো। কিছু বললো না, হাঁটতে থাকলো। মনে হলো, তার মন খারাপ। ভাবলাম, পারিজাত নিয়ে আমার গল্পটা তাকে শুনিয়ে দিই। আমি বললাম, 'একটা গল্প শুনবে?'
'তেরোবছর আগের গল্প? বলেই সে ফিক করে হাসলো।'
'হুঁ।'
'বলো। তোমার গল্পগুলি খারাপ হয় না।'
'এইটা পারিজাতের গল্প।'
'ধুর গাধা! পারিজাত তো স্বর্গের ফুল।'
'হুঁ, স্বর্গের ফুল তো বটেই। আমি মেঘদূতে পড়েছি। কিন্তু তুমি তো জানো না, মান্দারগাছকেই পৃথিবীতে পারিজাত বলে। আর স্বর্গে যেই ফুলকে পারিজাত বলে তাকে আমরা শিউলি নামে জানি।'
'যাহ্! তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছো।'
'না, পুরাণে লেখা আছে, আমি তোমাকে দেখাতে পারবো।'
'কী লেখা আছে?'
'লেখা আছে শিউলিরই আরেক নাম পারিজাত। এই ফুল স্বর্গে থাকে এই জেনে শ্রী কৃষ্ণের দুই স্ত্রী সত্যভামা ও রুক্মিণীর খুব ইচ্ছে হলো তাদের বাগানও কুসুমিত পারিজাত ফুলের ঘ্রাণে ভরে উঠুক। কিন্তু পারিজাত সেতো স্বর্গের শোভা! আর কৃষ্ণ স্ত্রীদের সুখি না দেখে থাকতেই পারে না। তাই একদিন চুপিচাপ লুকিয়ে স্বর্গের পারিজাতগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে এনে সত্যভামার বাগানে এমনভাবে রোপণ করলো কৃষ্ণ, যেনো সেই ফুল রুক্মিণীর বাগানেও ঝরে পড়ে সুগন্ধ ছড়ায়। আর এই জেনে দেবরাজ ইন্দ্রতো ভয়ানক রেগে গেলো! এমনিতেই ইন্দ্র কৃষ্ণকে পছন্দ করতো না তেমন। তাই যা হবার তা হলো, ইন্দ্র অভিশাপ দিলো যে কৃষ্ণের বাগানের পারিজাতগাছ ফুল দেবে, কিন্তু কখনো ফল দেবে না, তার বীজে কখনও নতুন প্রাণেরও সঞ্চার হবে না...।'
'আচ্ছা, তাই বুঝি শিউলির কোনো ফল হয় না!'
'হুঁ।'
'এইবার তোমার গল্পটা বলো, শুনি।'

আমি নন্দিতার চোখে-মুখে শোনার প্রবল আগ্রহ দেখলাম। দেখে ভালো লাগলো। আর আমি গল্পটা বলতে শুরু করলাম—

তেরোবছর হবে। তখন আমি প্রাইমারি ইশকুলে পড়ি। অনেকদিন আমার বাবা

কাজটাজ করতে পারেন না। রিকশা চালাতেন। একদিন রিকশা চালাতে গিয়ে ট্রাকের ধাক্কা খেলেন; হাত-পা ভেঙে গেলো। ছয়সাত মাস বিছানায় পড়ে আছেন। ঘরে খুব অভাব। আমার মা সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। এটা-সেটা বিক্রি করে করে প্রায় কিছুই নেই ঘরে। কখনো দুইবেলা, কখনো একবেলা খেয়ে দিন কাটে আমাদের ভাইবোনদের। আমরা নয় ভাইবোন প্রায়দিন একটা পোড়া লালমরিচ পাতের একপাশে রেখে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নুন দিয়ে এক বাসন পান্তাভাত খেয়ে শেষ করি। গমসিদ্ধ, হেলেঞ্চাশাক, পাটশাক, কচুশাক দিয়ে খুঁদ আর লালচালের ভাত খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে।

একদিন মা নতুন নতুন শাক-সবজি আবিষ্কারে নেমে পড়লো। কয়েকমাস পেলমবিচি আর মাষকলাই দিয়ে শাক হিশেবে রান্না করলো ইচিঝাড়ের পাতা, খেতে তেমন ভালো না। এইটা এক ধরনের ছোটো উদ্ভিদ, এক ফুট থেকে দেড় ফুট উচা হয়, রেইন্ট্রির চারার মতো, রাস্তার ধারে হয়। ইচিঝাড়ের পাতাতেও যখন আমাদের অরুচি হলো তখন একদিন মা নতুন এক শাক রান্না করে আমাদের খাওয়ালো, খেতে খুবই ভালো । আমরা খেয়ে খেয়ে ঢেকুর তোলে ঘুম যাই। কিন্তু বুঝতে পারি না এইটা কীসের পাতা ।

পরের দিন দেখলাম, মা মান্দারগাছের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে আঁচলে নিচ্ছে। আমরা বুঝতে পারলাম, এখন আমরা মাদারশাকই খাচ্ছি। মান্দারকে আমরা মাদার বলি।

গাভর্তি কাঁটা থাকে বলে আমাদের পাড়ায় প্রায় সবার ঘরের চারপাশেই সারি সারি মান্দারগাছ পোঁতা থাকতো সীমানা বেষ্টনি হিশেবে। দিনের পর দিন আমরা সেই বেষ্টনির পাতা খেয়ে যাচ্ছিলাম সিদ্ধ করে। আমাদের মান্দারগাছের পাতাগুলি প্রায় শেষহয়ে আসছিলো। আমার মা অন্যদের গাছ থেকেও মাঝে মধ্যে পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছিলো।

একদিন স›ধ্যায় উত্তর ঘরের জরিনাখালা মাকে দেখে ফেললো পাতা ছিঁড়তে। দেখে জিজ্ঞেস করে, ‘অ-বু, মাদারপাতা দিয়েরে কী গরিবি দে?’
মা মনে হয় লজ্জা পায় খানিকটা, শাড়ির আঁচলটা মাথায় ঘোমটার মতো টেনে দেয়। তারপর জরিনাখালার কথার জবাব না দিয়ে দ্রুতপায়ে ঘরে চলে আসে।

পরদিন পাড়ার মেয়েরা দেখে আমাদের মান্দারগাছ সব প্রায় পাতাশূন্য। তারা গাছের

তলায়ও দেখে পাতা আছে কি না। না, ঝরেও পড়েনি। তারা ভাবে, সব পাতা আমার মা-ই ছিঁড়ে ফেলেছে। কিন্তু বুঝতে পারে না এই পাতা দিয়ে মা কী করে। জরিনাখালা উত্তর পায়নি বলে আর কেউ মাকে জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু তারা ঠিক করে চুপি চুপি দেখবে মা কী করে। সন্ধ্যার পর তারা আড়াল থেকে মাকে পাতা ছিঁড়তে দেখে। তারপর লাইন ধরে দাঁড়িয়ে মাকে দেখে বেড়ার ফাঁক দিয়ে সেই পাতা রান্না করতে, তারপর তা ভাত দিয়ে খেতে দেখে। এইভাবে তারা জানতে পারে মান্দারগাছগুলির ক্রমশ পাতাশূন্য হওয়ার আসল রহস্য।

আমাদের পাড়াটায় সব ঘরেই সকলসময় কমবেশি অভাব লেগে থাকতো। সবাই গরিব, কেউ মুটে, কেউ মজুর, কেউ মেইট্টাল, কেউ কাঠুরিয়া, কেউ রিকশাঅলা, কেউ ঠেলাগাড়ি ঠেলে, কেউ বা ফেরিঅলা, পাগল আছে দুইটা, তিনটা ভিখিরি। তারাও যেনো অভাবের ভিতর এক টুকরো আলো দেখতে পেলো, সমানে তারা মান্দারশাক খাওয়া শুরু করলো।

আমাদের পাড়ায় মোটে হাজারখানেক মান্দারগাছ ছিলো। হাজারখানেক মান্দার গাছের পাতা খেয়ে শেষ করতে আমাদের ছয়মাসও লাগলো না। নতুন পাতা গজালে তাও তুলে রান্না করে খেয়ে ফেললাম। তারপর আমরা পাশের পাড়ায় কিছু মান্দারগাছ ছিলো সেই পাতাও চুরি করে আনতে লাগলাম। শীতবসন্তে পাতাহীন গাছে ফুল ফোটে ফোটে আমাদের পাড়া টকটকে লাল হয়ে রইলো দিনের পর দিন। কিন্তু প্রতিনিয়ত পাতাহীন হয়ে থাকতে থাকতে একসময় সব গাছ মরে গেলো। যখন বুঝতে পারলাম, গাছে আর পাতা গজাচ্ছে না, গাছ মরে গেছে সব—তখন সমস্ত পাড়ার ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, শিশু মানে আবালবৃদ্ধবণিতা আমরা সবই একদিন সারারাত বিলাপ করে কাঁদলাম। আমাদের কান্নায় বাতাস ক্রমে ভারি হয়ে আসছিলো...

এই পর্যন্ত বলে আমি থামলাম। আমার আর বলতেও ইচ্ছে করছিলো না। দেখলাম, আমরা হাঁটছি না। কখন যে কাটাপাহাড়ের মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছি টেরই পাইনি। কেউ আর নেই, সবাই চলে গেছে। দেখলাম, নন্দিতার চোখ টলোমলো করছে, যেনো দুপুরবেলার দিঘি। সে বললো, 'তারপর?'
'আর বলতে ইচ্ছে করছে না। সরি, তুমি মনে হয় ট্রেনটা মিস করেছো।'
'বাদ দাও। বাসে চলে যাবো।'
'তোমার মনটা মনে হয় খারাপ করে দিলাম।'
'আচ্ছা, সেই জন্য মনে হয় এইখানে আর কোনো মান্দারগাছ দেখা যায় না।'

‘হুঁ। কিন্তু একটা মান্দারগাছ আছে। মন্দিরের পেছনে।’
‘কোন মন্দির? দেখিনি তো!’
‘স্টেশনের বামদিকে যে কালীমন্দিরটা আছে না—তার পেছনে।’
‘আমাকে নিয়ে যাবে?’
‘চলো, যাই তবে।’
‘চলো।’

আমরা হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের পেছনে চলে এলাম। মান্দারগাছটা বেশ একা দাঁড়িয়ে আছে। গাছটার মাথাভর্তি পারিজাত ফুল, রক্তলাল হয়ে আছে। পাতাও আছে কিছু। মন্দিরের গাছ বলে এর পাতা কেউ ছিঁড়েনি। নন্দিতা বললো, ‘আমাকে কটা পাতা ছিঁড়ে দাও না!’
‘কী করবে?’
‘বাসায় নিয়ে রান্না করবো।’
ওর কথায় আমি খানিকটা অবাক হলাম। কিন্তু কিছু বললাম না। আমি বেশকিছু পাতা ছিঁড়ে ওর হাতে দিলাম। ও পাতাগুলি যত্ন করে খালি টিফিনবক্সে নিয়ে ব্যাগে রেখে দিলো। তাকে বললাম, ‘পারিজাতের টিপ পরবে?’
‘পারিজাতের টিপ কেমন করে পওে আবার? এতো বড়ো আর লম্বাটে পাঁপড়ি! তিলকের মতো মনে হবে না?’
‘দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।’

সে আলগোছে মান্দারগাছটার শরীরে হাত রেখে দাঁড়ালো। আমি দেখলাম সে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে পারিজাতের রক্তলাল সকল ফুল নীল হয়ে গেলো। আমি মনে মনে একটা ধাক্কা খেলাম। এ কী! দুহাতে চোখ ঘষে আবার তাকালাম। দেখলাম, নীলই আছে। তাকে বললাম, ‘তুমি দেখতে পাচ্ছো, ফুলগুলি কেমন নীল হয়ে গেলো?’
‘না তো! লালই তো আছে।’
সে আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো, কী হয়েছে তোমার?
‘বুঝতে পারছি না।’
আমি দেখলাম, রাস্তায় এক ভ্যানঅলা তার ভ্যানের ওপর বসে বিড়ি খাচ্ছে। আমি তাকে হাতের ইশারায় ডাকলাম। সে বলতে গেলে দৌড়ে এলো, ‘কী হইছে, মামা?’
‘মামা, দেখেন তো, মান্দার ফুলগুলার রং নীল মনে হইতেছে না?’
‘না গো, মামা, এইগুলা সব তো লাল। আপনের মনে হয় মাথা ঘুরতাছে।’
‘হয়, মনে হয়। আইচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যান, মামা।’

ভ্যানঅলা চলে যেতে যেতে সহসা আমার মাথায় মার্কেসের সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে গেলো, ইউলিসিস, যে এরেন্দিরার প্রেমে পড়ার পর বাড়িতে এসে যেখানেই হাত রাখে সব রঙিন হয়ে যায়। আর তার মা বুঝতে পারে, ছেলেটা প্রেমে পড়েছে। আমার মনে হলো নন্দিতা ভয়ানক কোনো যন্ত্রণা পাচ্ছে, যা সে কাউকে বলতে পারছে না। আমি যেনো প্রাণের গভীর থেকে তার কাছে জানতে চাইলাম, ‘নন্দিতা! কী হয়েছে তোমার?’

সে বললো, ‘ম্যাক্স আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে আজ। ষাটপৃষ্ঠার চিঠি।’

‘ম্যাডম্যাক্স?’

‘হ্যাঁ।’ বলে মনে হয় সে একটু লজ্জা পেলো। তারপর বললো, ‘কই, পারিজাতের টিপ কেমন করে পরতে হয়, দেখাও।’

আমি গাছ থেকে পারিজাতের নীল একটা পাঁপড়ি ছিঁড়ে নিলাম। তারপর তাকে বললাম, ‘হাতটা দাও।’

সে ডান হাতটা আমার সামনে মেলে ধরলো। আমি পাঁপড়িটা তার হাতের তালুতে বিছিয়ে আমার ব্যাগ থেকে ড্রইং করার ফাউন্টেন-পেনটা বের করলাম। পেনের খাপটা খুলে পাঁপড়িটার ওপর রেখে একটা চাপ দিলাম; গোল করে পাঁপড়িটা কাটলো কলমের খাপের চাপে। তারপর তাকে বললাম, ‘হলো তো, তোমার পারিজাতের টিপ? এইবার নাও, পরো।’

সে টিপটা পরলো। কিন্তু ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে হলো না। বললাম, ‘একপাশে হয়ে গেছে।’

সে হাসলো সন্ধ্যার হাওয়ার মতো করে। তারপর বললো, ‘চিরদিনই আমার টিপ বাঁকা হয়। দাও, ঠিক করে দাও।’

আমি কম্পিত হাতে টিপটা তার কপালের মাঝখানে চাপ দিয়ে লাগিয়ে দিলাম। আর দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে টিপ-সহ পারিজাতের সকল ফুল নীল থেকে পুনর্বার লাল হয়ে গেলো।

নাজমুল হোসেন নয়ন

# লাটের বাড়ী

ওদের লাশ গুলো সরিয়ে নিয়েছে কাকে
দুজন ভাইয়ের বুকে এতো! এতো! রক্ত???
ওমা পলাশ, শিমুল এসে কয়
এ রক্ততো তো আমার বুকের নয়
তবে কি প্রতিরোধে আসা ভাইয়েরা
হাওয়ায় মিশে রয়
আজো মিলেনি সে লাল
না পলাশ, শিমুলের লাল,না শিক্ষা কমিশন
না রাষ্ট্রপ্রতির লাল নির্দেশ
ভাইয়েরা আমার,আপনাদের মত এখনো
আওয়াজ দেয় বুকের নিরেট লাল রক্ত
আপতকালিন সময় পার করছে
লাটের বাড়ীর শিক্ষা ব্যাবস্থা
আবার কিছু কাকের নৈশব্দিক ডানা ঝাপটে চলে যাও
এ শহর থেকে

পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে আবার সবুজ মাঠে
আমাদের গাইতে হবে গান - সেজন্য ঘরে থাকুন ;
সুস্থ থাকুন বেশি বেশি সময় দিন পরিবারকে
আর হ্যাঁ চোখ খুলে ঘুমাবেন না জনগন,
কবিতা পড়ুন বেশি বেশি পড়ুন ।

# অন্যগল্প

## চারু হক

মালদ্বীপে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী পাঠানোর ক্ষেত্রে একটা কার্যকারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সে দেশের সরকারকে সহায়তা করা ছাড়াও সেখানে অবস্থানরত অবৈধ প্রবাসীদের সহায়তার কথা বলা হয়েছে সেখানে। জর্ডান ও জেদ্দায় অসহায় হয়ে পড়া প্রবাসী বাংলাদেশীদের খাদ্য সহায়তাও অত্যন্ত মানবিক হয়েছে। কিন্তু আজকে জানা গেল, বাংলাদেশ আরব আমিরাতে 'খাদ্য রপ্তানির' ব্যাপারে বৈঠক করেছে। সেই সাথে অন্যান্য দেশকেও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া হবে এমনটি বলা হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। একইসাথে,

দেশীয় ডাক্তারদের ওপর উষ্মা প্রকাশ করে বিদেশ থেকে ডাক্তার আমদানীর কথা বলা হলেও, এখন বরং বিদেশে ডাক্তার রপ্তানি করার সুযোগ ঘটেছে। একইসাথে, দেশে ডাক্তারের মতোই অঢেল ওষুধপথ্য থাকায় সেগুলোও সহায়তা হিসেবে পাঠানো হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। এরইমধ্যে করোনা মোকাবেলায় কুয়েতে মেডিকেল টিম পাঠানোর সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। ভুটানেও এসব পাঠানো হবে বলা হয়েছে। সেইসাথে, বিজ্ঞপ্তিতে এটাও বলা হয়েছে, ‘অন্যান্য দেশেও তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা দেওয়া হবে।’ তার মানে,

করোনা মোকাবেলার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে খাদ্য ও ওষুধ উভয়ই বাংলাদেশের পর্যাপ্ত আছে। শুধু তা-ই নয়, অন্যসব দেশকে সহায়তা দেয়ার মতো, এমনকি রপ্তানি করার মতোও সক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। এবং সক্ষমতার এই বার্তা সরকারের পক্ষ থেকে দেশবিদেশের সবাইকে গত মাসেই দেয়া হয়েছে। সুতরাং, এই অবস্থায় যদি বাংলাদেশে কেউ খাদ্যের অভাবে মারা যায়, চিকিৎসক সঙ্কট কিংবা ওষুধের অভাবে মারা যায়- সেই দায় সর্বাংশে সরকারের ওপরই বর্তাবে।

হোসেন মাইকেল

# নন-পলিটিক্যাল ক্ষুধাতত্ত্ব

খাদ্যতত্ত্বে ভেজাল মিশিয়ে বাজারে ছাড়লেন
আমরা নন-ক্যাপিটালিস্ট পোলারা গন্ধ শুকেই
বুঝতে পারলাম এর চেয়ে মাধ্যমিক নেশাতত্ত্ব ভালো।
আপনার ডমেস্টিক শুয়ারগুলোর আদিম বুদ্ধিতে
উত্তরাধুনিক হবার চেষ্টা চলছে
অদৃশ্য প্যান অপটিকনের নিচে নিজেদের
বাক্যপাতের উপর বীর্যপাত করছে অসভ্য নিয়মে।
কৃষকেরা জানে বীর্যে কখনো শস্য ফলেনি
এ ব্যাপারে আমরা কিছু বলবো না, কারণ
বিদ্যালয়ে বীর্যতত্ত্বের কোনো ক্লাস ছিল না।
ওখানে গণিতের সাথে বিনীত হবার প্র্যাকটিস চলতো।
তাই তো আমরা নন-ক্যাপিটালিস্ট পোলারা বিনয়ে বলি—
পোড়া ভাতের থালা আপনার যোনি দরোজা নয় যে,
স্পর্শ পেলেই যৌনস্মৃতি উপভোগ করবেন।
প্রতিকল্পিত ঈশ্বরী, আমরা অশ্লীলতা পছন্দ করি না
আমরা সুন্দর করে 'দাদা' ডাকতে শিখেছি। কথা দিন
আগামী ইলেকশনে ক্ষুধাতত্ত্ব আমদানি করবেন।

সৈয়দ সাখাওয়াৎ

## মড়ক সংবাদ ৮

তুমি এই লকডাউনে বোরডাম।শ্রমিক পাড়ায়-
মরছে মানুষ ক্ষুধার জ্বালায়!

রাস্তা ধরে হন্যে হয়ে ঘুরছে মানুষ
তুমি তখন মুখছবিতে আপ করছো ফ্রেশ জুস!

এই শহরে তুমি একটা মজুতমারানি
আমি তোমায় গাল দেবো না চুতমারানি!

তোমার এখন ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না
একলা একা সিনেরিলে গল্পগুজব আর জমে না
কত কত হা-হুতাশ, ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না
ত্রাণ শিবিরে হরিলুটের বন্যা হলেও,রাগ হয় না
কারণ তোমার ভাতের অভাব আর হবে না!

কারণ তুমি মজুতমারানি -
ক্লান্ত হলেও, তুমি একটা চুতমারানি!

সাম্য রাইয়ান

# ম্যাডামের দেশে

কোনও চিহ্ন রাখবেন না ম্যাডাম এটা দাস
ক্যাপিটালের যুগ ঘরে ঘরে মার্ক্স ঢুকে যাবে।

বেনো জলে মার্ক্স আসার আগে এসএমএস করে
রাখবেন
পরের ক্ষেতের ধান,রাখিব অম্লান কারোর ঘরে
আগুন দিবো না রাগে।

আরও বলবেন, রুপোর মূল্যে স্বর্ণ বিক্রি হবে যার
যা চাহিদা, আইফোন, বিরিয়ানি, সবই পূরণ হবে।

## চোখের নিচে চাঁদ

পথ ভুলে যাই হলুদ বাতি দেখে।
রাত কি ফুরিয়ে যায়নি তবে!

শহর ঘুরে এলাম
কারও সাথে দেখা হয়নি।
যেমন হয় না তোমার সাথে
বহুদিন।

কার পাশে ঘুমিয়েছি
মনে থাকে না।
দাড়ি বড় হয়ে যাচ্ছে।
সামান্য বাতাশেই বুক কেঁপে ওঠে।

রাতের চোখজুড়ে
হলুদ আলোর ঝড়।

জাগছে চোখের নিচে চাঁদ
আর ক্ষুধা বেড়ে যাচ্ছে।

মেহেরাব ইফতি

১৪০৪২০২০

তোমাদের যার যার পোঁদ পেকে গেছে আর যার
যার এখনো পাকেনি পোঁদ উভয়ই কি সমান তবে
কেনো পোঁদ না পেকেই পোঁদ পাকাদের মতো
অ্যাক্টিং করছ কামলা ধ্যান্দার দল ঘরে হামাগুড়ি
দিয়ে চকির তলায় ডিশুম ডিশুম খেলা
কোয়ারেন্টাইন জীবন।

রাকিবুল হায়দার

# পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রপ্রধানকে

পুরো পৃথিবীটা হঠাৎ যেনো ডিটেনশন ক্যাম্প হয়ে গেলো!
তোমাদের দেয়া কাঁটাতার মানছেনা মৃত্যুর মিছিল,
মানুষ মানুষের লাশে পিঠ ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে
এখানে-সেখানে।
যে সুদিনের আশাবাদ একদিন কবিরা শোনাতো,
আজকাল তোমরা মাইক্রোফোনে হিংস্র হাসি ঝুলিয়ে দিয়ে-
সেইসব আশাবাদ মুখে তুলে নিচ্ছো,
আর কবিরা সব কলম ফেলে হাসতে হাসতে লুটিয়ে
পড়ছে!
মানুষের মাথার ভেতর থেকে ক্ষুধা নেমে যাচ্ছে পেটে,
যেখান থেকে আবার মাথায় ফিরে আসছে,
সম্প্রচার যন্ত্রে প্রচারিত হচ্ছে ক্ষিধে পেলে-
মানুষ চিবিয়ে খেয়ে নেওয়ার শ্লোগান!
বিশ্বাস করো, ক্ষুধা এই পৃথিবীর এই দুঃসময়ে হঠাৎ
আবিষ্কার নয়,
তোমাদের শাসনযন্ত্রের করতলে লুকিয়ে ছিলো এইসব
ক্ষুধার্ত মুখ,
আজ তোমাদের চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা চোখে-
যে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল দেখছো,
পৃথিবীর যাত্রা শুরুর সময় থেকে আজকের এই একবিংশ
শতাব্দীতে-
কখনো মানুষের পেট, কখনো মানুষের মস্তিষ্ক বয়ে এনেছে
এই ক্ষুধা।

তোমরা তৃতীয় বিশ্বের কামিজের গলা কেটে নিয়ে-
যে রোমশ আর লালায়িত হাতে ছুঁয়ে দিতে তার স্তন,
কেবল আজকের এই সময়ে দাঁড়িয়ে, সে স্তন শিশুকে-
খাবার দিতে অস্বীকার করলো আর তোমাদের সিংহাসন-
নড়ে উঠলো!
কাঁপো, কেঁপে ওঠো ভয়ে, তৃতীয় বিশ্বের কৃষককে ভয় পাও,
ওরা যদি মাঠে না ফেরে, ক্ষমতার আঙুল চুষে খেও,
তারপর আরও বেশি ক্ষিধে পেলে-
ঘুমিয়ে পড়ো, এইসব ক্ষুধার্ত মানুষের সাথে,
অন্তত এইবার একজন কবি, তোমাদের পাশাপাশি দাঁড়াতে
দেখুক,
তারপর লিখুক, ক্ষুধা পেলে, শুয়োরে-মানুষে একঘাটে জল
খায়!

সোয়েব মাহমুদ

## ক্ষুধা নিয়ে কোন শিল্প চুদিও'না -

তুমি ক্ষুধা নিয়ে অনবরত কথা বলছো অথচ তুমি জানোনা
কতটা ক্ষুধা পেলে তলপেট মুচড়ে ওঠে পিঠ মুষড়ে পরে
ব্যথায় -
লালাপূর্ন বমিতে কতটা যন্ত্রনায় বেকে যায় শরীর।
তুমি জানোনা -
তুমি জানো না কতটা ক্ষুধায় চাল হয়ে ওঠে ঈশ্বর,
টাকা অসহায় ক্ষুধার সামনে,
একপ্লেট ভাতের কাছে আজন্ম পরাস্ত মানুষ -
থামো থামো বলছি -
আপাদমস্তক কুসংস্কারাচ্ছন্ন
যুক্তিবোধহীন মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্ত তুমি থেমে যাও -
ক্ষুধা নিয়ে অতটা শিল্প চুদিও'না।

হাড় জিরজির শরীরের চামরায়
যদি ক্ষুধার গন্ধ না পাও?
যদি তুমি বলে দিতে না পারো ভাতের রং কি?
যদি তুমি বলতে না পারো ক'মুঠো চালে
ক'গ্লাস ফেনের শরবত হয়
তবে বাদ দাও - ক্ষুধা নিয়ে শিল্প চুদিও'না।

তারচেয়ে

তুমি বরং রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খুঁজলেই
পেয়ে যেতে পারো ক্ষুধার্ত মানুষ -
দাঁড়াও
ছবি তোলো
ফেসবুকে দাও
ক্যাপশনে লিখো
" শো অফ করে হলেও ক্ষুধার্তের পাশে দাঁড়ান "

ব্যাস কোটি কোটি লাইক
কমেন্ট কুড়িয়ে ব্যাংকে জমা দাও - তবুও
বানচোদ তুমি কখনওই ক্ষুধা নিয়ে শিল্প চুদিও'না -

# খিদা যায় না আমার খিদা যায় না

পুরা মাণচিত্র গিইল্যা খাওনের পরেও ছেনাল পেডের খিদা কমে না আমার খিদা পায় - আমার খিদা পায়, ক্যান? মেম্বরে কইলো চাইল দিমু বাড়িত আহিস - আমি যাইবার পারিনাই - ৬ বছর বয়সী মাইয়াডারে পাডাইছিলাম - হাইঞ্জা হইয়া গ্যালো মাইয়া আহেনা আমার- কত্তন পর দেহি খোড়ায়া হাডতাসে আমার ময়নায় জিগাইলে কয় মা পেডের দিকে চিক্কুর মারে - হেরপর আমি কুনোহানে যাই না - মাইয়াডারে কোলে লইয়া হাডি আর হাডি - খানকির পুলা রমজানে চেয়ারম্যানের পুত, রিলিফ দেওনের নামে দরজা আটকাইতে চায়, আমি কোপায়া আইয়া পরছি - হেরপরেও খিদা যায় না আমার - খালি খিদা পায় - চুত্মারানী পেড আমার - খালি চিক্কুর মারে - কোলে মইরা যায় মাইয়াডা আমার - তবুও আমার খিদা যায় না, খিদা যায় না

" থামা
খানকির
পোলারা,
তোরা
তোগো
ইলাবিলা
থামা - "

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্